সুষম উন্নয়ন কৌশল

একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দুটি বিকল্প উন্নয়ন কৌশল হতে পারে। একটি সুষম উন্নয়ন কৌশল অপরটি অসম উন্নয়ন কৌশল। সুষম উন্নয়ন কৌশলের মূল বক্তব্য হলো যে একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দেশের সমস্ত প্রধান ক্ষেত্রের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে প্রসার ঘটাতে হবে।

সুষম উন্নয়ন কথাটি দুটি অর্থে ব্যবহার করা যেতে পারে;

প্রথমত,সুষম উন্নয়ন বলতে আমরা পরস্পর নির্ভরশীল বিভিন্ন শিল্পে একটি বড় ধরনের বিনিয়োগের কথা বোঝাতে পারি । অর্থাৎ এক্ষেত্রে সুষম উন্নয়ন বলতে মোট বিনিয়োগের মাত্রা কে বোঝানো হয় -বৃহৎ মাত্রায় উৎপাদন করলে তাকে সুষম উন্নয়ন কৌশল বলা যেতে পারে is।

দ্বিতীয়ত, সুষম উন্নয়ন কৌশল বলতে দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে মোট বিনিয়োগকে এমন ভাবে ভাগ করে দেওয়া বোঝাতে পারি যার ফলে দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় থাকে।

অধ্যাপক নার্কস ,অধ্যাপক রজেনস্টাইন রোডান প্রথম অর্থে সুষম উন্নয়ন কথাটি ব্যবহার করেছেন । তাদের মতে অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একটি বড় ধরনের বিনিয়োগ প্রয়োজন। অধ্যাপক রোডানের মতে অনুন্নত দেশে যে বিভিন্ন ধরনের অবিভাজ্যতা দেখা যায় সেগুলো দূর করার জন্য বড় ধরনের বিনিয়োগ দরকার। এসব অবিভাজ্যতাকে দু ভাগে ভাগ করা যায়– যোগানের দিকে অবিভাজ্যতা এবং চাহিদার দিকে অবিভাজ্যতা ।যোগানের দিকে অবিভাজ্যতা বলতে সামাজিক স্থায়ী মূলধন যথা পরিবহন, বিদ্যুৎ সরবরাহ ,সেচ প্রকল্প ইত্যাদির অবিভাজ্যতাকে বোঝানো হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে এই ধরনের স্থায়ী মূলধন গঠন করলে এদের থেকে উপকার পাওয়া যায় না। সামাজিক স্থায়ী মূলধন গঠন করার জন্য বেশ বড় ধরনের বিনিয়োগ করতে হয় অর্থাৎ সুষম উন্নয়ন প্রয়োজন। অন্যদিকে চাহিদার দিকে অবিভাজ্যতা হলো বাজারের সীমিত আয়তনের জন্য অনুন্নত দেশ যে বাধার সম্মুখীন হয় সেটি ।এই অবিভাজ্যতা দূর করার জন্য ও বড় ধরনের বিনিয়োগ দরকার। এই বড় ধরনের বিনিয়োগ ই হলো সুষম উন্নয়ন কৌশল।

অধ্যাপক রোডানের মতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মধ্যে পরিপূরক সম্পর্ক থাকার জন্য এক ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করলে অন্য ক্ষেত্রেও তার প্রভাব পড়ে ।কোন একটি প্রকল্পকে যদি এককভাবে গ্রহণ না করে একটি প্যাকেজের অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প হিসাবে গ্রহণ করা হয় তাহলে ওই প্রকল্পটি অনেক কম খরচে রুপায়ন সম্ভব ।সব প্রকল্পকে একসঙ্গে রুপায়িত করলে তাদের মোট ব্যয় যা হবে প্রতিটি প্রকল্প কে পৃথক পৃথকভাবে রুপায়িত করলে তাদের মোট ব্যয় অনেক বেশি হবে ।সব প্রকল্পকে একসঙ্গে একটি প্যাকেজ হিসাবে গ্রহণ করে রুপায়িত করতে গেলে বড় ধরনের বিনিয়োগ দরকার ।এটিকেই সুষম উন্নয়ন কৌশল বলা হয়ে থাকে। বড় ধরনের বিনিয়োগ করলে তবে বাহ্যিক সুবিধা সব প্রকল্পই পেতে পারে। অর্থাৎ ব্যয় সংকোচের সুবিধা ভোগ করতে হলে সুষম উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করতে হবে।

APARNA BISWAS

অধ্যাপক রোডান একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন। ধরা যাক একটি ভূগর্ভস্থ রেলপথের প্রকল্প এককভাবে লাভজনক নয়। কিন্তু যদি রেলপথের ওপরের স্টেশন গুলিতে বাজার তৈরির প্রকল্প গ্রহণ করা যায় তাহলে দুটি প্রকল্প একযোগে প্যাকেজ হিসাবে গ্রহণ করলে লাভজনক হবে। অর্থাৎ ব্যয় সংকোচের সুবিধা পেতে গেলে বড় ধরনের বিনিয়োগ অর্থাৎ সুষম উন্নয়ন কৌশল প্রয়োজন।

অধ্যাপক নার্কস -এর মতে অনুন্নত দেশে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের পেছনে একটি বড় কারণ হলো উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগ প্রবণতা কম। এর পেছনে কারণ হলো সংকীর্ণ বাজার অর্থাৎ সীমিত চাহিদা। অনুন্নত দেশে বাজারের আয়তন কম থাকার জন্য একটি মাত্র কারখানা স্থাপন করলে সেই কারখানাটি লাভজনক হয় না কিন্তু যদি একসঙ্গে অনেকগুলো কারখানা স্থাপন করা যায় তাহলে একসঙ্গে অনেক লোকের আয় বৃদ্ধি পাবে।একটি কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকরা অন্য কারখানার উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা সৃষ্টি করবে। এইভাবে সমস্ত কারখানায় উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার সৃষ্টি হবে।তাহলে দেখা যাচ্ছে চাহিদার অবিভাজ্যতার জন্য একটি কারখানা যেখানে সফল হতে পারবে না সেখানে একযোগে অনেকগুলি কারখানা স্থাপন করলে সেটি সফল হতে পারে। অর্থাৎ বড় ধরনের বিনিয়োগ বা সুষম উন্নয়ন প্রয়োজন।

অধ্যাপক লুইস এর মতে সুষম উন্নয়ন বলতে দেশের মোট বিনিয়োগ কে বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে এমনভাবে ভাগ করে দেওয়া কে বোঝায় যাতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় থাকে। অর্থাৎ একটি ক্ষেত্রের বিকাশ যেন অন্য ক্ষেত্রের বিকাশের অভাবে ব্যাহত না হয়।যদি একটি ক্ষেত্রের বিকাশ অন্য ক্ষেত্রের বিকাশের অভাবে ব্যাহত হয় তাহলে বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকবে না।অধ্যাপক লুইস কৃষি এবং শিল্প এই দুটি ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখার পক্ষে গুরুত্ব আরোপ করেছেন।তার মতে কৃষি এবং শিল্পের মধ্যে একটি পরিপূরক সম্পর্ক রয়েছে। কৃষির উন্নয়ন শিল্পের উন্নয়নের উপর নির্ভর করে আবার শিল্পের উন্নয়ন কৃষির উন্নয়নের উপর নির্ভর করে। শিল্পের উন্নয়ন ঘটলে একদিকে যেমন কৃষিজ পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায় অপরদিকে কৃষি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির যোগান ও বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। আবার কৃষি উন্নয়ন ঘটলে কৃষিক্ষেত্র শিল্প ক্ষেত্রকে কাঁচামালের যোগান দিতে পারে এবং খাদ্যের যোগান দিতে পারবে। কৃষি ক্ষেত্রে লোকেদের আয় বৃদ্ধি পাবে ফলে শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা ও বৃদ্ধি পাবে। কৃষি ও শিল্পের মধ্যে এই রূপ পরিপূরক সম্পর্ক থাকার জন্য উভয় ক্ষেত্রকে একযোগে বিকশিত করতে হবে।

অনুরূপভাবে শিল্পক্ষেত্রের মধ্যেও ভোগ্যদ্রব্য এবং মূলধনী দ্রব্যের সুষম বিকাশ ঘটা দরকার তার কারণ ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন করতে হলে মূলধনী দ্রব্যের প্রয়োজন আবার মূলধনী দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদন করলেও সেই মূলধনী দ্রব্য সামগ্রী বিক্রি করার জন্য ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনেও বিকাশ ঘটা প্রয়োজন। কৃষি ও শিল্পের সঙ্গে সেবা ক্ষেত্রের ও একটি যোগ রয়েছে। কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন যেমন সেবা ক্ষেত্রের উপর নির্ভরশীল অনুরূপভাবে সেবা ক্ষেত্রের উন্নয়ন ও কৃষি ও শিল্পের উন্নয়নের উপর নির্ভর করে।দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে হলে কৃষি, শিল্প, পরিবহন ,সেবাক্ষেত্র নইত্যাদি সমস্ত ক্ষেত্রেরই সুষম বিকাশ ঘটানো দরকার।

APARNA BISWAS

সুষম উন্নয়ন কৌশলের সুবিধা

সুষম উন্নয়ন কৌশলে অর্থনীতির প্রতিটি প্রধান ক্ষেত্রে একযোগে উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে ।সুতরাং এই উন্নয়ন কৌশলে অর্থনীতিতে কোন ভারসাম্যহীনতা ঘটবে না ।

দ্বিতীয়ত, সুষম উন্নয়ন কৌশল বাজার প্রসারিত করে আর বাজার প্রসারিত হলে শ্রমবিভাজন ও বিশেষায়নের সুযোগ পাওয়া যায় ।ফলে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা ও উৎপন্ন দ্রব্যের মান উভয়ই বৃদ্ধি পায়।

তৃতীয়তঃ সুষম উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করলে বাহ্যিক ব্যয় সংকোচের সুযোগ সর্বাধিক ভোগ করা যায় ।

চতুর্থত, সুষম উন্নয়ন কৌশলে সমস্ত শিল্পে একযোগে বিনিয়োগ করা হয় ।ফলে কোন ক্ষেত্রে দুষ্প্রাপ্যতা দেখা যায় না ফলে দাম স্তরের স্থায়িত্ব থাকে ।

পঞ্চমত, সুষম উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের উন্নয়নের মধ্যে সমতা থাকে শিল্পায়নে আঞ্চলিক বৈষম্য দেখা যায় না।

অসম উন্নয়নের সমর্থকেরা যেমন **Hirschman,Singer** প্রভৃতি অর্থনীতিবিদগণ সুষম উন্নয়নের বিরুদ্ধে কয়েকটি যুক্তি দেখিয়েছেন**:**

1) হার্সম্যান মনে করেন অনুন্নত দেশের পক্ষে সুষম উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কারণ অনুন্নত দেশের প্রধান সমস্যাই হল মূলধনের সমস্যা ।সুষম উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করার মত প্রচুর মূলধন অনুন্নত দেশের নেই ।যদি তা থাকতো তাহলে দেশটি কেন অনুন্নত থেকে যাবে?

2) সুষম উন্নয়ন কৌশল এর ভিত্তি হল Say-র নিয়ম ,যার মূল কথা “Supply creates its own demand”. কিন্তু কার্যকরী চাহিদার সমস্যা ও অনুন্নত দেশে থাকতে পারে ।

3) সুষম উন্নয়ন কৌশলের প্রবক্তারা ধরে নিয়েছেন যে অনুন্নত দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে সাংগঠনিক উদ্যোগ ও দক্ষতা আছে। কিন্তু অনুন্নত দেশের প্রধান অসুবিধাই হল উদ্যোক্তা র অভাব।

4)হার্সম্যানে র মতে সুষম উন্নয়ন কৌশল শুধুমাত্র যে অসম্ভব তাই নয় এই কৌশল প্রয়োগ করার কোন প্রয়োজন নেই। সুষম উন্নয়ন কৌশল প্রয়োগের পরিবর্তে যদি অসম উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করা যায় তাহলে আরো দ্রুতহারে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব । হার্সম্যানে র বক্তব্য হলো যে অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে যদি

APARNA BISWAS

একটি পরিপূরক সম্পর্ক থাকে তাহলে যদি একটি ক্ষেত্রের বিকাশ ঘটে তাহলে তা অন্য ক্ষেত্রটিকে বিকশিত হতে সাহায্য করবে।

5) সুষম উন্নয়ন কৌশলে ধরে নেওয়া হয়েছে যে দেশের প্রতিটি ক্ষেত্র, প্রতিটি অঞ্চল বা শিল্প একই উন্নতি বা অনুন্নতির স্তরে আছে। কিন্তু কিছু শিল্প এগিয়ে থাকে কিছু শিল্প পিছিয়ে থাকে। কাজেই এই প্রাথমিক অসমতা দূর করার জন্য পুনরায় অসম উন্নয়ন প্রয়োজন।

6) সুষম উন্নয়ন তত্ত্বে ধরে নেওয়া হয় যে অনুন্নত দেশে প্রচুর পরিমাণে মূলধন ও প্রচুর পরিমাণ দক্ষ শ্রমিক রয়েছে।এগুলো না থাকলে একসঙ্গে বড় ধরনের বিনিয়োগ সম্ভব নয়।

7)সুষম উন্নয়ন কৌশল প্রয়োগ করতে হলে যখন বড় ধরনের বিনিয়োগ করা হয় তখন মূলধনী দ্রব্য সামগ্রীর চাহিদা , শ্রমিক এবং অন্যান্য উপাদানের চাহিদা দ্রুতহারে বাড়ে ফলে ব্যয়বৃদ্ধি জনিত মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে।

8)অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুষম উন্নয়ন ঘটাতে হলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা কত হবে সেটা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। অপরিকল্পিত অর্থনীতিতে অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাহিদা কত হবে সেটা সঠিকভাবে পরিমাপ করা যায় না। কাজেই মিশ্র অর্থনীতিতে বা অবাধ অর্থনীতিতে সুষম উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

বলা যেতে পারে যে তাত্বিক দিক থেকে সুষম উন্নয়নের তত্বটি গ্রহণযোগ্য হলেও বাস্তবে এই তত্বটি প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। মূলধন এবং উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণের স্বল্পতার জন্য কোন একটি অনুন্নত দেশের পক্ষে সুষম উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

APARNA BISWAS